দৈনিক ইনকিলাব

083

তারিখ 10 SEP 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

19

প্রশিক্ষণ বন্ধ-দু'যুগ ধরে একই কারিকুলাম

ডঃ মোঃ শামছুল হক মিয়া

একটি প্রগতিশীল সমাজ দ্রুত বদলায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে যুগের চাহিদা অনুসারে তার শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেরও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। আর একটি দেশের শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন স্তরের কারিকুলামের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা সংশোধনও অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে যে, উহাই উৎকৃষ্ট কারিকুলাম যা পরিবর্তনশীল সমাজের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহে এসএসসি উত্তর দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্স চারটি সেমিস্টারে পড়ানো হয়ে থাকে। প্রতিটি সেমিস্টারের সময়কাল হলো ৬ মাস। ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স এইচএসসি (কমার্স)-এর সমমানের বলে স্বীকৃত। ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স প্রধান ৩টি বিভাগ রয়েছে—হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ইংরেজী সচিবী বিজ্ঞান বিভাগ এবং বাংলা সচিবী বিজ্ঞান বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীকে ৪টি সেমিস্টারে মোট ৮১ ক্রেডিট আওয়ার সমাপ্ত করতে হয়। এর মধ্যে সেমিস্টারে ২২ ক্রেডিট আওয়ার, দ্বিতীয় সেমিস্টারে ১৯ ক্রেডিট আওয়ার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারে ২০ ক্রেডিট আওয়ার করে ৪০ ক্রেডিট আওয়ারের কোর্স রয়েছে। প্রতি ১টি তাত্ত্বিক ক্লাশের জন্য ১ ক্রেডিট আওয়ার এবং প্রতি ৩টি ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য ১ ক্রেডিট আওয়ার ধরা হয়। ডিপ্লোমা-ইন-কমার্সে বর্তমান কারিকুলামে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্লাশের অনুপাত দেখানো হয়েছে '৪৪ঃ৫৬।

কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের বর্তমান কারিকুলামে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে হিসাব বিজ্ঞান, ইংরেজী সচিবী বিজ্ঞান বিভাগে ইংরেজী সাঁটলিপি এবং বাংলা সচিবী বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা সাঁটলিপি হলো প্রধান বিষয়। কারিকুলামে এ বিষয়গুলোর উপর বেশ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইংরেজী এবং বাংলা টাইপিং-এর উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারিকুলামে। ইংরেজী সচিবী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজী টাইপিং এবং বাংলা সচিবী বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বাংলা টাইপিং-এর অনুশীলন করে। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজী অথবা বাংলা টাইপিং-এর যে কোন একটি বিষয়ের অনুশীলন করে। কিন্তু এ কারিকুলামে বাণিজ্যিক গণিতের মতো একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সবচেয়ে কম। দ্বিতীয় সেমিস্টারে মাত্র ১ ক্রেডিট আওয়ার পড়ানো হয় বাণিজ্যিক গণিত। শিক্ষার্থীদের ভাষা বিশেষ করে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উপরও যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হয়নি এ কারিকুলামে। বর্তমান ব্যবসায়-বাণিজ্যের যুগে যে সমস্ত কোর্সের বেশ চাহিদা রয়েছে সে সমস্ত কোর্স যেমনঃ বীমা, বিপণন, বিজ্ঞাপন এবং ভান্ডার রক্ষণ-এর মতো প্রয়োজনীয় কোর্সগুলো এখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের কারিকুলামে।

সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, বর্তমান কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের পছন্দ মতো বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো নৈর্বাচনিক বিষয় রাখা হয়নি।

একটি কথা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে, বর্তমান শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ব এগিয়ে চলছে অকল্পনীয়ভাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বৈপ্লবিক উন্নতি শিক্ষার অন্যান্য শাখার ন্যায় বাণিজ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। প্রচলিত ম্যানুয়েল টাইপরাইটারের স্থান দখল করে নিচ্ছে ওয়ার্ল্ড প্রফেসর, মাইক্রো কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের মেমরি কনসোলস্। বর্তমানে এমন ধরনের ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার আবিষ্কৃত হয়েছে যা তার মেমরি কনসোলসে প্রয়োজনীয় রেকর্ড ধারণ করে রাখতে পারে; যথাসময়ে আবার তা পুনরুদ্ধারও করতে পারে। শিক্ষা প্রযুক্তির এ সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল সামনে রেখেই বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের কারিকুলামের উন্নয়ন সাধন করা উচিত। নতুবা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ প্রতিযোগিতার যুগে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের ডিপ্লোমাধারীগণ সর্বাধুনিক কলাকৌশল এবং সাজসরঞ্জাম দ্বারা সুসজ্জিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে তাদের স্থান করে নিতে ব্যর্থ হবে এবং এতে করে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ন্যায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বই হবে হুমকির সম্মুখীন। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্মলগ্নে যে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছিল, অদ্যাবধি তাই চালু রয়েছে। এর মধ্যে এ কারিকুলামের আর কোনো উন্নয়ন সাধন করা হয়নি। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কারিকুলামের কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হলেও বর্তমানে এ কারিকুলাম আর যুগোপযোগী বলে বিবেচিত হচ্ছে না। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডীন ডঃ হাবিবুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের কারিকুলাম উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি এ ব্যাপারে বেশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক আওতা থেকে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রাম, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক আওতায় চলে আসায় এ পদক্ষেপ আর বাস্তবায়িত হয়নি এবং কমিটি তার রিপোর্টও আর পেশ করেনি। অর্থাৎ প্রায় দু'যুগ ধরে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের কারিকুলামের উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কারই সাধন করা হয়নি বলা চলে। অথচ এ দু'যুগের ব্যবধানে পৃথিবীর জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত হয়েছে তা ভাবতেও অবাক লাগে।

কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের চার দেয়ালের ভিতর শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে তাত্ত্বিক শিক্ষাদান করলেই এখন আর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ভাববার কোনো অবকাশ নেই। তাদের ব্যবহারিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। তাদের কারিকুলাম এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা উচিত যাতে করে শেষপর্বে শিক্ষার্থীরা ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী বা অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালতের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে হাতে-কলমে অফিস ব্যবস্থাপনার বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। এ পর্বে তাদের জন্য শিক্ষামূলক সফরেরও ব্যবস্থা করা উচিত।

কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহে শিক্ষাপোকরণের অভাব রয়েছে দারুণভাবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় টাইপরাইটার এবং ক্যালকুলেটিং মেশিনের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। ইন্সটিটিউটগুলোর অধিকাংশ ক্যালকুলেটিং মেশিন এবং ইংরেজী টাইপরাইটার ১৯৬৪-৬৫ সালে কেনা হয়েছে এবং অধিকাংশ বাংলা টাইপরাইটার কেনা হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে। এ সুদীর্ঘ সময়ে মেশিনগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক। পুরাতন ও অকেজো মেশিনের পরিবর্তে নতুন মেশিন আনা হয়েছে খুব কমই। এমনকি মেশিনগুলোর মেরামত ও সার্ভিসিং-এর নেই কোনো নিয়মিত বন্দোবস্ত। ডিকটাফোন, ওভারহেড প্রজেক্টার, ফিল্ম প্রজেক্টার এবং স্লাইড প্রজেক্টার ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেই কোনো কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটেই। একমাত্র ঢাকা কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে একটি ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী থাকলেও তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে। কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর লাইব্রেরীতে নেই পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় বই।

বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সবচেয়ে উপেক্ষিত দিক হলো এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ। নোলন এবং অন্যান্যরা (১৯৬৭) বলেছেন, "কারিকুলাম যত সুপরিকল্পিতভাবেই প্রণয়ন করা হোক না কেন, পাঠ্য বই যত সুন্দরভাবেই লিখা হোক না কেন এবং শিক্ষাপোকরণ যত দামীই হোক না কেন এসব কিছুই অর্থহীন হবে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ, উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকেন। বিগত অর্ধযুগ ধরে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। এখন সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন তাহলো কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের জন্য যুগের চাহিদা অনুসারে কারিকুলাম প্রণয়ন, আধুনিক শিক্ষাপোকরণ দ্বারা ইন্সটিটিউটগুলো সুসজ্জিতকরণ এবং সর্বোপরি দক্ষ, উপযুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা কোর্স শিক্ষাদান। তাহলেই শুধু কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের হারানো গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।"

১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের জন্য যে কারিকুলাম প্রণীত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য।

সাধারণ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ অফিস কর্মচারী যেমন অফিস সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, ব্যক্তিগত সহকারী, স্টেনোটাইপিস্ট, টাইপিস্ট, অফিস সহকারী-কাম-টাইপিস্ট, হিসাবরক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক, ব্যক্তিগত সহকারী, অভ্যর্থনাকারী, টেলিফোন অপারেটর প্রভৃতি তৈরী করার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (২) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো সম্পর্কে এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানদান, (৩) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য অনুপ্রেরণা দান, (৪) জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য প্রেরণা দান, (৫) অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উচ্চতর এবং আধুনিক জ্ঞান লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং (৬) নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা। আর বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ ছিলঃ (১) সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর লিখন, হিসাব সংরক্ষণ, নথি সংরক্ষণ, ভাণ্ডার সংরক্ষণ এবং অফিস মেশিন অপারেশন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণদান, (২) বাণিজ্যিক লেনদেন এবং কারবার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান, (৩) ইংরেজী ও বাংলা পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা, (৪) অফিস পরিচালনার মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জ্ঞানদান, (৫) শিক্ষা ও বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং (৬) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্বাচনে সহায়তা করা।

আজ প্রায় দু'যুগ পরে স্বভাবতই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট কারিকুলামের উদ্দেশ্যাবলী কতটুকু সফল হয়েছে? সমাজ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে এ পুরানো কারিকুলাম দ্বারা? দেশ ও জাতির বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এ কারিকুলামের ভবিষ্যত রূপরেখাই বা কি হওয়া উচিত? অবশ্য আশার কথা এই যে, বিলম্বে হলেও এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সামনে রেখেই দেশের কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের বর্তমান কারিকুলামের মূল্যায়ন ও নতুন একটি কারিকুলাম প্রণয়ন করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি) সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করেছে। বাণিজ্যিক শিক্ষার ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কমিটি যথাসম্ভব শীঘ্র একটি নতুন এবং যুগোপযোগী কারিকুলাম উপহার দিতে সক্ষম হবে, আর অবিলম্বে শুরু হবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, এটাই সকলের প্রত্যাশা।